রূপান্তরকামী মানুষদের নাট্যশালা

রূপান্তরকামী মানুষদের নাট্যশালা

একটি চিত্রকথাময় পুস্তিকা

সূচীপত্র

সুধী পাঠকবৃন্দ

এই পুস্তিকাটিতে আপনারা পাবেন কয়েকজন বুনিয়াদীস্তরের রূপান্তরকামী মানুষের জীবনের কিছু গল্প। তার সাথে থাকবে সেই ওয়ার্কশপটির কিছু দৃশ্য, যার মাধ্যমে এই গল্পগুলি উঠে এসেছে।

থিয়েটার অব দি অপ্রেসড এবং ডিজিটাল সুরক্ষার উপরে হওয়া একটি কর্মশালায় পক্ষ নিতে, ২০২৩ সালের মার্চ মাসে ডায়মন্ড হারবারে এসে পৌছন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কর্মরত উনিশ জন বুনিয়াদীস্তরের রূপান্তরকামী সমাজকর্মী।

উল্লিখিত সমাজকর্মীদের দ্বারা পরিচালিত কালেক্টিভ সমভাবনা, ব্যাঙ্গালোরের সেন্টার ফর কমিউনিটি ডায়লগ এন্ড চেঞ্জ, এবং মুম্বই এর হোমি ভাবা সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশন এর অধ্যাপক আয়ুশ গুপ্ত (আয়েশা) এর যৌথ উদ্যোগে এই কর্মশালাটি আয়োজিত হয়েছিল।

আমরা আশা রাখি যে এই পুস্তিকাটিতে বিবৃত গল্প ও চিত্রের মাধ্যমে বুনিয়াদীস্তরের রূপান্তরকামী মানুষদের আশা–আকাঙ্ক্ষা–সংগ্রাম–হাহাকার–মিনতি–চিৎকার এবং তাঁদের স্বর পাঠকদের কাছে পৌছাতে সক্ষম হবে। আমরা চাই পাঠকরাও যাতে এই বুনিয়াদীস্তরের রূপান্তরকামী মানুষদের জীবনযাত্রার সংগ্রামের ভাগীদার হতে পারেন, যাতে তাঁদের স্বাধীকার রক্ষার লড়াইয়ের দরকার বুঝতে পারেন, এবং তাঁদের আনন্দের অংশীদার হতে পারেন।

পুস্তিকাটির শেষের দিকে আমরা এই ওয়ার্কশপটির কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও অভিজ্ঞতার উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। ভবিষ্যতে যদি কেউ বুনিয়াদীস্তরের রূপান্তরকামী মানুষদের জন্য অনুরূপ কোন কর্মশালার আয়োজন করতে চান, আমরা আশা রাখি উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য ও অভিজ্ঞতাগুলি তাঁদের কোন না কোন ভাবে উপকৃত করবে। এছাড়াও, শেষের দিকে আমরা এই কর্মশালায় আলোচ্য বিষয়সমূহের একটি ছবি রেখেছি।

এই পুস্তিকার বিষয়ে কোন মতামত জানাতে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। AYUSH.HBCSE@GMAIL.COM

ইতি
ঋ ও আয়ুশ গুপ্ত (আয়েশা)

ট্রান্স–ঘর

চরিত্রাবলী

একজন অল্পবয়স্ক কোতি যার সাজতে ভাল লাগে – বুবুন

দাদা

মা

বাবা

দিদি

এক নির্জন দুপুরে নিজের মনে সাজতে ব্যাস্ত বুবুন
এতবার মানা করা সত্ত্বেও তুই কাজল পরেছিস? আজ তোর এক দিন কি আমার একদিন!!
ঠাস!!
আচমকা ঘরে দাদার অনুপ্রবেশ
মা তুমি তো জানো আমার সাজতে ভাল লাগে
চুপ, একদম চুপ! কাজল পরবি? লিপস্টিক পরবি? ডাক তো তোদের বাবা কে, দেখে যাক ছেলে কি কি করছে।
মা কে বোঝানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে যায় বুবুন

তোর দাদা কি এসব করছে? মায়ের আশকারা পেয়ে পেয়ে খুব বেড়েছিস। তোর জন্য এখনো তোদের দিদির বিয়ে দিতে পরছি না

বুবুনের কোন কথাই শুনলেন না বাবা

বুবুন তুই কি চাস না আমার বিয়ে হোক?

দিদি অন্তত তুই তো আমাকে বোঝার চেষ্টা কর

কি বুঝবো? এসব পাগলামো। কাল যদি আমার জামা কাপড় খুলে ঘুরতে ভাল লাগে, আমি কি তাই করব?

দিদিও বাড়ির বাকিদের পক্ষ নিলেন; বুবুনের পাশে কেউ দাঁড়ালো না

দুর হয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে

বেরো বলছি, বেরিয়ে যা

তুই গেলে ঘরে শান্তি আসবে

এরকম কুলাঙ্গার তৈরি হবে জানলে আঁতুড়ঘরে বিষ দিয়ে মেরে ফেলতাম।

থিয়েটার অব্ দি অপ্রেসড

ব্রাজিলের অগাস্তো বোয়াল একজন নাট্যশিল্পী এবং রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। জীবনের প্রথম দিকে তিনি অনেক এমন নাটক তৈরি করতেন যেখানে আন্দোলনের গল্পগুলো অভিনেতারা নাটকের মাধ্যমে প্রকাশ করতেন। কিন্তু, পরবর্তীকালে তিনি মনে করেন যে এই সমস্ত নাটকে অবদমন–রহিত সমাজের কল্পনা তো বুনিয়াদি স্তরের মানুষেরই করা উচিত। সেটা যাতে বুনিয়াদি স্তরের মানুষজন সহজেই করতে পারেন, বোয়াল থিয়েটার অব্ দি অপ্রেসড ("অবদমিতের নাট্যশালা") পদ্ধতি তৈরি করেন। এই নাটক মঞ্চস্থ করার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বুনিয়াদি স্তরের কর্মী ও কমিউনিটির মানুষ নিজ জীবনের কোনো ঘটনার নাট্যরূপ দেন। এবং নাটকের মাধ্যমে সবাই সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন উপায়ে এই অত্যাচারের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন।

“অবদমিতের নাট্যশালা”র একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হলো, ফ্যাসিলিটেটররা এই নাটকের দর্শকদের মঞ্চে উঠে নাটকে অংশগ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানান। প্রথমে একটি ছোট নাটক দেখানো হয়। যেমন বুবুনের নাটক, যা আমরা কমিকের রূপে দেখলাম। তার পরে, দর্শকদের মধ্যে থেকে যে কেউ উঠে এসে বুবুনের ভূমিকাটি নিজের মতো করে পরিবেশন করেন। তাঁরা বুবুনের জায়গায় লড়াইটি কীভাবে লড়তে পারেন? যখন একজন দর্শক নাটকের মধ্যে বুবুনের ভূমিকাটি পালন করেন, তখন কিন্তু বাকী অভিনেতারা (যেমন বুবুনের মা, বাবা, ভাই, এবং বোন) নিজেদের চরিত্রের ভূমিকাটি পালন করে যান। এখানে আগে থেকে কোনো ডায়ালগ লেখা হয়না। নাটকের চরিত্ররা পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের থেকে ডায়ালগ বলেন।

আমাদের এই প্রোগ্রামে দর্শক হিসেবে আমরা ডেকেছিলাম আরও কিছু ট্রান্সজেন্ডার এবং হিজড়া সম্প্রদায়ের মানুষেরা। তার সাথে ছিলেন কর্মশালার বাকি অংশগ্রহণকারীরা, যারা বুবুনের নাটকে অভিনয় করেন নি। দর্শকদের মধ্যে থেকে ৫ জন বুবুনের ভূমিকা নিজের মতো করে করার চেষ্টা করেছিলেন।

আসুন আমরা দেখি প্রত্যেকটি বুবুন এক এক করে অবদমন প্রতিবাদের কী চেষ্টা করল।

১

প্রথমে এই বুবুন তার মনের কথা বোঝানোর চেস্টা করে যায়
তুই যেমনি শরীর থেকে মেয়ে, আমি তেমনি মন থেকে মেয়ে

২

আগে দিদির কাছে আশ্রয় চায় এই বুবুন
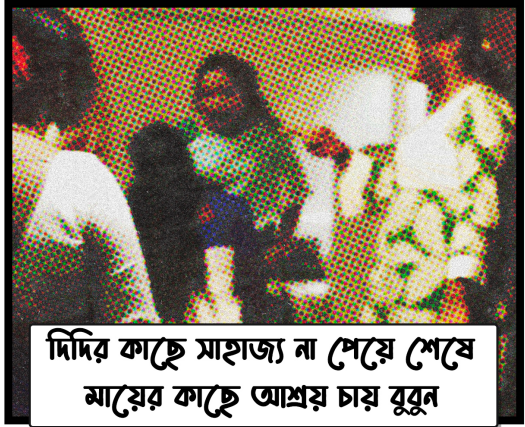
দিদির কাছে সাহাজ্য না পেয়ে শেষে মায়ের কাছে আশ্রয় চায় বুবুন

৩

এই বুবুন লড়াই করে নিজের জায়গা বানিয়ে নিতে চেয়েছে

বেশ করেছি শাড়ি পরেছি
বুবুন জোর গলায়ে নিজের অস্তিত্বের জানান দিয়েছে

আমি এবাড়ির ছোট মেয়ে
বুবুন বিনা যুদ্ধে বাড়ি থেকে বেরোতে রাজি হয়নি

এর পর দিদি কিন্তু আর বলেনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা...
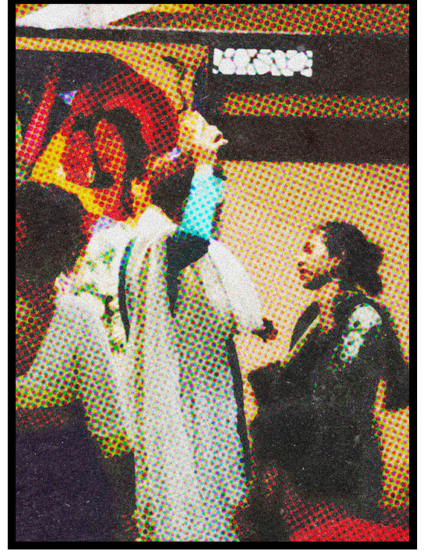
এই বার মা বুবুন কে কিছুটা সমর্থন দেওয়ার চেস্টা করেছেন

প্রতি ১০০ জন রূপান্তরকামীদের মধ্যে শুধুমাত্র দুইজন নিজ পরিবারের সঙ্গে থাকেন, প্রায় ৯৩ জন নিজের অন্যান্য রূপান্তরকামী বন্ধুর সঙ্গে থাকেন। আর প্রতি ১০০ জনে মাত্র ১৮ জন নিজের পরিবারের সাথে যোগাযোগ রাখেন।

বুবুনের জন্মগত পরিবার বুবুনের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার চেয়ে পরিবারের সম্মানকে বেশি গুরুত্ব দেয় কেন?

বুবুনের মেকআপ লাগানোর সঙ্গে তার দিদির বিয়ের কী সম্পর্ক? এর জন্য কে দায়ী?

বুবুনের মতো ঘরছাড়া অল্পবয়স্ক রূপান্তরকামীরা কোথায় যাবে? আমাদের ভাবতে হবে যে বুবুনরা বাড়ি ফিরতে পারে না বা যাদের বাড়ি নেই তাদেরও কীভাবে ভালো রাখা যেতে পারে।

যে সমাজে ও ঘরে বুবুনেরা সম্মান পায় না, সেই সমাজে নারী রা কি কখনো স্বাধীনতা আর সমান অধিকার পাবে?

ভারতের সংবিধান এবং ২০১৪ সালের নালসা রায় অনুযায়ী কোনো শিশুকে তার বাবা-মা রূপান্তরকামী হওয়ার কারণে বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারেন না। এটি ২০১৯ সালের ট্রান্সজেন্ডার (প্রোটেকশন অফ রাইটস) আইনেও বলা হয়েছে যে রূপান্তরকামী শিশুদের নিজ বাড়িতে সুরক্ষা এবং স্বাধীনতার সাথে বসবাস করার অধিকার আছে। কিন্তু এটি কি আমাদের বাস্তব?

আমাদের কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীরা আরো তিনটি নাটকের রচনা করেছিলেন, যেগুলি আমরা মঞ্চস্থ করতে পারি নি। এর মধ্যে একজন অংশগ্রহণকারী তার গল্প প্রকাশে অমত জানিয়েছেন। আমরা বাকি দুটি গল্পগুলি ও একটু দেখি।

এই সমস্ত নাটকই বুনিয়াদী স্তরের হিজড়া–কোতি–রূপান্তরকামী মানুষদের জীবনে ঘটিত সত্য ঘটনার উপর আধারিত।

ট্রান্স–উত্তরাধিকার

চরিত্রাবলী

একজন কোতি যে নিজের জমির অধিকার জানিয়েছে

দিদি

দাদা

ভাই

অনেক দিন পর বাড়ি এলি দিদি। কেমন আছিস?

এইতো, সব ভালোইরে
এসেছিস যখন, জমির লেখাপড়াটা হয়ে যাক

ওর জন্যই কিন্তু মা মারা গেছে। জমি কেন দেব ওকে?
জমি ভাগের কথা উঠতেই সবাই খেপে ওঠে

জানিস ওর জন্যই সবাই আমাদের "ছক্কার বাড়ি" বলে ডাকে
এ সব কি কথা, কেন লাগবে তোর জমি?

কেন লাগবে জমি? তোর তো বউ-বাচ্চাও হবে না
আমি উকিলের সাথে কথা বলেছি, আমারো তো শেষ বয়সে কিছু দরকার

এরকম করে ঘরের ব্যাপারে বাইরের উকিল ডাকার কী দরকার?

এটা কিন্তু আইনত আমার অধিকার
ওসব অধিকার বুঝি না। এ জমি ভাগ হবে না

তোরা তো ভাই-ভাই। দরকার হলে আরেকটা ঘর তুলে নে। কেস-কাছারি করে পরিবারের বদনাম করে কী পাবি?
আমার মেয়ের ও বিয়ে দেওয়ার আছে, এসব ভাগাভাগি এখন না করাই ভালো

হ্যাঁ, আলাদা ঘর তুলতেই পারিস

পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারের লড়াইয়ের জায়গাটা হিজড়া–কোতি–রূপান্তরকামী লোকজন আর নারীদের জন্য অনেকটাই এক। ভারতের সংবিধান পৈতৃক সম্পত্তিতে সব সন্তানের সমান অধিকার বলে রায় দেওয়া সত্ত্বেও তা মানা হয় না। হয়ত এর মূল কারন লুকিয়ে আছে এর নামেই. পৈতৃক শব্দের মধ্যেই বুঝিয়ে দিচ্ছি পুরুষের অধিকার।

যদি কারুর কাছে কোন পৈতৃক সম্পত্তি না থেকে থাকে, তাহলে এই সমাজে তার স্থান কোথায়? সে কীভাবে ভাল ভাবে নিজের মত করে বাঁচতে পারবে?

ট্রান্স–রোজগার

চরিত্রাবলী

একজন কোতি যার নতুন চাকরি হয়েছে – অর্কিড

ভারপ্রাপ্ত অধিকারিক

অর্কিড এর কাছ থেকে একদিন সকালে
চাকরির সাক্ষাৎকারের জন্য ফোন আসে

হ্যাঁ, আপনি সোমবার আপনার বায়োডাটা নিয়ে
অফিস এ চলে আসবেন, জয়েনিং আছে

আপনাদের অফিস থেকে
কল এসেছিল চাকরিতে জয়েনিং এর জন্য।
আজকে আসতে বলিছিলেন
উপরিউক্ত দিনে অফিস পৌঁছে অর্কিড যখন
ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের সাথে দেখা করে...

আপনার নাম?

অর্কিড
হুমম...

সরি , আপনার নাম লিস্টে নেই।
অর্কিড বলে কেউ এই চাকরিটা
পাননি

একটু দেখুন না আরেকবার, আমার কাছে কিন্তু ফোন এসেছিল যে চাকরিটা হয়ে গেছে, আজকে জয়েনিং।

ভুল করে ফোন গেছিল, আপনাদের মত লোকজন আমরা কাজে নিয়োগ করি না

আমার মত? আপনি কী বলছেন এসব?

ঠিকই বলেছি, আপনাকে দেখে তো বোঝাই যায় না আপনি ছেলে না মেয়ে

আপনাকে কাজে নিলে অফিসের পরিবেশ নষ্ট হবে

এটা বেআইনি, আপনি এরকম করতে পারেন না, আমি কিন্তু কোর্টে যাব

সে আপনি যেখানে ইচ্ছে যান, এখন বেরিয়ে যান এখান থেকে, আমরা ব্যস্ত
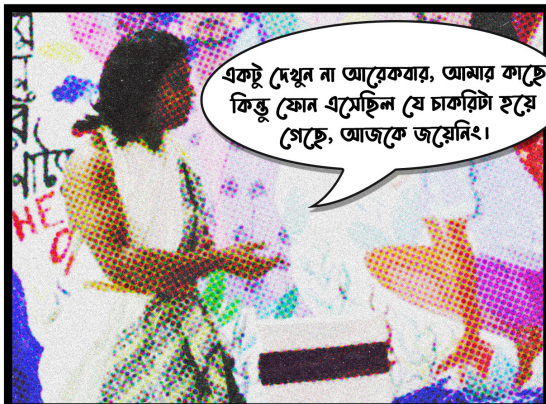
হিজড়া–কোতি–রূপান্তরকামী লোকজনদের নিজের কর্মক্ষেত্রে যে বৈষম্যের মুখোমুখি হতে হয়, ২০১৪ সালের নালসা রায় এবং ২০১৯ সালের ট্রান্সজেন্ডার (অধিকার সুরক্ষা) আইন এই বৈষম্যমূলক ব্যবহারকে আইনত নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, মিনিস্ট্রি অব্ সোশ্যাল জাস্টিস "ইক্যুয়াল অপরচুনিটিজ ফর ট্রান্সজেন্ডার পার্সন্স" নামক একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে যেখানে হিজড়া–কোতি–রূপান্তরকামী ব্যক্তিরা যাতে বৈষম্য, হয়রানি এবং পক্ষপাতমুক্ত সমাজে বাস করতে পারেন এবং ন্যায় বিচার পান, তার কথা বলা হয়েছে।

কিন্তু এই সমস্ত নিয়মাবলী কি দৈনন্দিন হিজড়া–কোতি–রূপান্তরকামী ব্যক্তিবর্গের উপর হয়ে চলা বৈষম্যমূলক ব্যবহার বন্ধ করতে পেরেছে?

তাছাড়াও আমরা কীভাবে প্রমান করব যে এই বৈষম্যমূলক ব্যবহারের কারণ হিজড়া–কোতি–রূপান্তরকামী মানুষের লিঙ্গপরিচয়?

রেইনবো অব্ ডিজায়ার

রেইনবো অব্ ডিজায়ার এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি একটি ঘটনার মধ্যে আমাদের কতগুলো অনুভূতি পরতে পরতে জমে আছে। এর মাধ্যমে, অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের উঠে আসা ইমোশন বা অনুভূতির অংশ নেন কিংবা দখল নেন। এবং সবাই সম্মিলিতভাবে গল্পের পরিণাম পরিবর্তনের চেষ্টা করেন।

ইমেজ থিয়েটার

থিয়েটার অব্ দি অপ্রেসড বা অবদমিতের নাট্যশালার একটি বিশেষ শাখা হল ইমেজ থিয়েটার, যেটি একটি দৃশ্য বা "সিন" গঠনের মাধ্যমে গল্প বলতে সাহায্য করে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একজন শিল্পীর ভূমিকা পালন করে আরেক অংশগ্রহণকারীর শরীর দিয়ে একটি দৃশ্য বা "সিন" রচনা করে। এই দৃশ্য বা "সিন" কে "ইমেজ" বা "ছবি" বলা হয়। এই সিন গঠনের মাধ্যমে আমাদের ওয়ার্কশপের অংশগ্রহণকারীরা হিজড়া–কোতি–ট্রান্স মানুষদের জীবনের কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় তুলে ধরেন। যেমন কমিউনিটির ভিতর ভেদাভেদ, সমতা বা ইকুয়ালিটি, জীবিকা বা লাইভলিহুড, এবং ট্রান্সজেন্ডার শেল্টার হোম।

নিচের ছবিটিতে দুই জন নিজের শরীর দিয়ে একটি দৃশ্য বা "সিন" তৈরি করেছেন। আপনাদের এই ছবিটিতে কী ঘটছে বলে মনে হয়? এরা কারা? এই ছবিটির আদৌ কি একটিমাত্র বিশ্লেষণ থাকতে পারে? আমাদের কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন ভাবে এই ছবিটির আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

আপনি এই ছবিটির কী শিরোনাম দিতে চান?

....

Trans Joy

সমাজে বেঁচে থাকার জন্য রূপান্তরকামী মানুষদের প্রায়শই বিভিন্ন সংঘাতের সম্মুখীন হতে হয়। সে কারণে রূপান্তরকামী মানুষদের জীবনে সুখ হাসি ঠাট্টা অত্যন্ত বিরল। রূপান্তরকামী মানুষজন এক জায়গায় একত্রিত হলে অনেক আনন্দ ফুটে ওঠে।
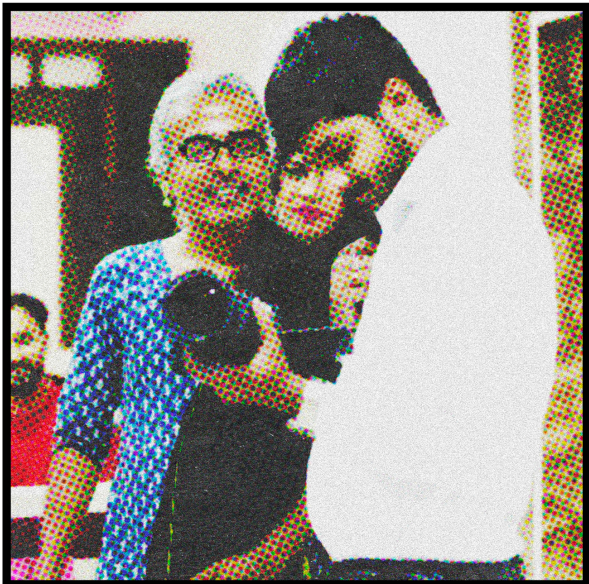
Trans Play

যে সমস্ত রূপান্তরকামী ফ্রন্টলাইন ডিফেন্ডার রা কমিউনিটির সঙ্গে কাজ করেন তারা প্রায়ই অন্যের খেয়াল রাখতে গিয়ে নিজের খেয়াল রাখতে ভুলে যান। এর সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে এনাদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উপর। বিভিন্ন খেলাধুলা শারীরিক চাহিদা কে চেনাতে সাহায্য করে।

Trans Rest
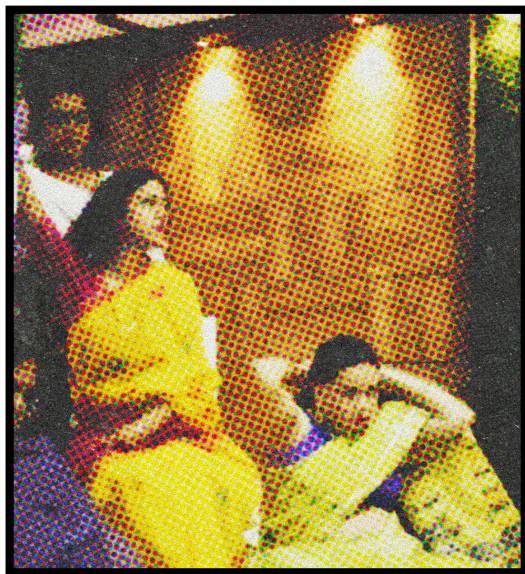
কর্ম বিরতি আমাদের ক্লান্ত শরীরকে সারিয়ে তোলে এবং নতুন উদ্যমে কাজে যোগদান করতে সাহায্য করে। একে অপরের সাথে প্রকৃতির মাঝে বিশ্রাম নিতে পারা একটি রাজনৈতিক অধিকার। বিশ্রামের প্রয়োজন এবং অধিকার সবার।

Trans Rage

সামাজিক অপব্যবস্থা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম প্রতিবাদ রাগের মাধ্যমে। রূপান্তরকামী মানুষজন প্রায় কখনোই এই রাগের বহিঃপ্রকাশ করার সুযোগ পান না। শুধু তাই নয় বহু সময় রূপান্তরকামী মানুষজনদের এই রাগ প্রকাশের কারণে শাস্তিও দেওয়া হয়।

ট্রান্স–অ্যাজেন্ডা

পরিবার কথা বলে না
সম্পত্তি
জীবিকা
শারীরিক স্বাস্থ্য
মানসিক স্বাস্থ্য
পরিচিতি
শিক্ষা
সমানভাবে সমাজে মেনে নেওয়া
অর্থনৈতিক
গৃহ
সামাজিক পরিচিতি
অসুরক্ষিতা
গোপনীয়তা

একাকীত্ব
কমিউনিটির ভিতর ঝামেলা
আইনি সমস্যা
যোগাযোগ
সামাজিক হিংসা
দাদাগিরি
সঙ্গীহীনতা
ভুল বোঝাবুঝি
বয়স
পুষ্টি
বৃদ্ধাশ্রম
মাতৃত্ব/পিতৃত্ব
ধর্মীয় সমস্যা

ওয়ার্কশপ ডিজাইন

আমাদের এই ওয়ার্কশপটি করার জন্য আমরা একদম প্রথম থেকেই বুনিয়াদিস্তরের মানুষের সাথে কথা বলে এই ওয়ার্কশপটির বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই ওয়ার্কশপটি ফ্রন্টলাইন ডিফেন্ডার এর জন্য করা। যে সমস্ত রূপান্তরকামী মানুষজন বুনিয়াদিস্তরের মানুষের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কাজ করছেন তাদের জন্য এই ওয়ার্কশপ করা হয়েছিল।

প্রথমে সবাই একমত যে ফ্রন্টলাইন ডিফেন্ডার রা প্রায় একাই কাজ করেন বিভিন্ন জেলায় এবং তার ফলস্বরূপ এনাদের একে অপরের সঙ্গে কোন দেখা–সাক্ষাৎ হয় না এবং কোভিডের পরে এই দেখা–সাক্ষাৎ আরো কমে গেছে।

এই ক্লান্তি ও একাকীত্ব এই রূপান্তরকামী মানুষদের মধ্যে আরও বাড়ছে। ওয়ার্কশপের সময়ে সিন্টু বাগুই এই সম্পর্কে বলেছেন যে শহরে দেখা করার জায়গা কমে যাচ্ছে এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে কথা হওয়ার জন্য দেখা হওয়ার ইচ্ছা গুলো কমে যাচ্ছে

এ কারণে রায়না রায় প্রথমে বলেছিলেন যে এই ওয়ার্কশপটি রেসিডেন্সিয়াল করা হোক। সেই জন্যই সমস্ত ফ্রন্ট লাইন ডিফেন্ডার দের এক জায়গায় এনে এই ওয়ার্কশপটি করা হয়েছে। শুধু তাই

নয় এই ওয়ার্কশপ এর সময়সূচীও এমনভাবে করা হয়েছে যাতে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার থেকে একটু বিরতি পান এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে পারেন।

রায়না আরো বলেছিলেন যে প্রকৃতির কাছে এই ওয়ার্কশপটি করলে খুব ভালো হয়। কারণ প্রকৃতির মধ্যে একটি সারিয়ে তোলার গুণ আছে। তাই আমরা এই ওয়ার্কশপটি সমুদ্রের কাছে আয়োজন করেছি এবং তার ফলে অংশগ্রহণকারীরা প্রায় প্রত্যেকদিনই সান্ধ্য ভ্রমণ করতে বেরিয়েছিলেন।

মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে শারীরিক স্বাস্থ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাই আমাদের থিয়েটার ওয়ার্কশপটিতে এমন অ্যাক্টিভিটিগুলি রাখা হয়েছিল যেগুলো অংশগ্রহণকারীদের শারীরিকভাবে তৎপর হতে সাহায্য করে।

সময়সূচী এমন ভাবে রাখা হয়েছিল যাতে অংশগ্রহণকারীরা কর্মশালার বাইরেও পর্যাপ্ত সময় পান। যাতে তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতায় লিপ্ত হতে পারেন। ফাঁকা সময়ে তাঁরা সুইমিংপুলে সাঁতারও কেটেছেন এবং প্রকৃতির কাছে হওয়ার জন্য তারা সহজে কর্মতৎপর হতে পেরেছেন। তাদের মতামত অনুযায়ী আমরা কর্মশালার সময়সূচী বিভিন্ন সময় পরিবর্তন করেছি।

ওয়ার্কশপটি চলাকালীন নন্দিনী মৈত্র একটি ক্যানভাসে ওয়ার্কশপটি নিয়ে একটি ছবি এঁকেছিলেন যেখানে অন্যান্য অংশগ্রহণকারীরাও হাত লাগিয়েছিলেন। এবং পরবর্তী সময়ে এই ছবিটির সাথে এনারা নিজের ছবিও তুলেছেন। এই ক্যানভাসেরই একটি ফটো আমরা আমাদের পুস্তিকার প্রচ্ছদ হিসেবে ব্যবহার করেছি।

যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের জীবনের সাথে এখন ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেই কারণে এই ডিজিটাল জগতটিতে কিভাবে ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে হয় এবং কোন বিষয়গুলি আমাদের ফ্রন্টলাইন ডিফেন্ডারদের মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে তা নিয়েও আমরা একটি ছোট্ট কথোপকথন রেখেছিলাম।

আমরা মনে করি আমাদের ওয়ার্কশপটির সাফল্যের অন্যতম কারণ সবার মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এই ওয়ার্কশপটি ডিজাইন করার সময় রূপান্তরকামী মানুষদের জীবনযাত্রার কথা মাথায় রেখে আমরা এই ডিজাইনটি করেছিলাম তাই আমরা এটি শেয়ার করছি যাতে ভবিষ্যতে যদি কেউ বুনিয়াদি স্তরের মানুষের জন্য এবং বুনিয়াদি স্তরের মানুষের সাথে কাজ করতে চান তাহলে যাতে তাদেরকে শূন্য থেকে শুরু করতে না হয়।

আমরা সকল অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানাই এই ওয়ার্কশপটি কে সফল করে তোলার জন্য এবং আমরা আশা রাখি ভবিষ্যতে এই কাজ যাতে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি

ACKNOWLEDGEMENT

WE THANK THE CENTRE FOR COMMUNITY DIALOGUE AND CHANGE (CCDC, BANGALORE) AND BDS SAMABHABONA (KOLKATA) FOR LOGISTICAL AND FINANCIAL MANAGEMENT OF THE WORKSHOP. WE THANK SINTU BAGUI, SAHNAWAZ AZIM, AMRITA SARKAR, SUPRIYA BISWAS (SUPHEE), SUDEB SUVANA, AND ORCHID FOR HELP WITH WORKSHOP LOGISTICS. WE THANK NANDINI MOITRA FOR CONCEPTUALISING AND IMPLEMENTING THE ART PROJECT DURING THE WORKSHOP. WE THANK MEMBERS OF THE LOCAL HIJDA AND KOTHI COMMUNITIES WHO ATTENDED THE PERFORMANCE OF THE "TRANS-HOME" PLAY.

WE THANK RAVI RAMASWAMI OF CCDC FOR CO-FACILITATING THE WORKSHOP WITH AYESHA (AYUSH GUPTA). WE THANK RAINA ROY FOR HELP WITH THE WORKSHOP DESIGN.

WE THANK SHAMORI AND TANAY FOR PHOTO AND VIDEO DOCUMENTATION DURING THE WORKSHOP THAT MADE THIS ZINE POSSIBLE.

FINANCIAL SUPPORT FOR THE WORKSHOP CAME FROM THE INFOSYS-TIFR LEADING EDGE GRANT ("ETHICAL ENGINEERS THROUGH PARTICIPATORY THEATRE: RESEARCH AND DEVELOPMENT"), PI: PROF. AYUSH GUPTA (AYESHA), CO-PI: DR. RADHA RAMASWAMY AND RAVI RAMASWAMY (CCDC) AND PROF. RAJANI RAMACHANDRAN (UNIVERSITY OF CALICUT).

ALL STATISTICS REGARDING TRANS PEOPLE HAS BEEN TAKEN FROM THE FOLLOWING SOURCE: KERALA DEVELOPMENT SOCIETY. (2017, FEBRUARY). STUDY OF HUMAN RIGHTS OF TRANSGENDER AS A THIRD GENDER. IN NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION.

NB: FUNDING AGENCY IS NOT RESPONSIBLE FOR THE VIEWS/ IDEAS PRESENTED IN THE ZINE.

ANALYSIS, CONCEPT, CONTENT, AND DESIGN BY
WREE, AYESHA (AYUSH GUPTA)

COVER ART BY
NANDINI MOITRA

একটি চিত্রকথাময় পুস্তিকা